জীবননগরে জেল হত্যা দিবস পালিত

জীবননগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মাহফিলের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা, কালো পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ অবঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দীন,

জীবননগর উপজেলা যুবলীগ সভাপতি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগ ও কৃষকলীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গায় হৃদরোগে আক্রান্ত পিতাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে একদল দূর্বৃত্তের হামলায় জখম হয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব রিগান (২৫) ও তার মামা কৃষকলীগ নেতা মহাসিন রেজা (৫০)। রবিবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। জখম রিগান জেলা ছাত্রলীগের প্রস্তাবিত কমিটির সহ-সভাপতি ও মহাসিন রেজা জেলা কৃষকলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক।

রিগানের নিকটজনেরা জানান, রবিবার সন্ধ্যায় রিগানের পিতা আজম আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। পিতার শয্যা পাশেই ছিলেন রিগান। রাতে তার মামা মহাসিন রেজা হাসপাতালে এলে মামা-ভাগ্নে হাসপাতাল ভবনের সামনে পিতার চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করছিলো।

এসময় ১০/১২ জনের একদল দূর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা রিগানকে কোপাতে শুরু করে। তার মামা ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে দূর্বৃত্তরা। রিগানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫টি এবং মহাসিনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৬টি কোপ লেগেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান জানান, জখম মহাসিন ও রিগান উভয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাতেই তাদের ঢাকায় নেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) কনক কুমার দাস জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক ও কারণ উদঘাটনে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, সোমবার রাত ১১টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে রিগানের শরীরের ক্ষত স্থানগুলোতে

অস্ত্রপচার করা হয়েছে। দুপুর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে এ অপারেশন। তার অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে বলে জানায় রিগানের নিকট জনেরা।

অপরদিকে রিগানের মামা মহসিন রেজাকে ঢাকায় চিকিৎসা শেষে চুয়াডাঙ্গা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে তার নিকটজনেরা জানান অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে আবার নিতে হবে ঢাকায়।

ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে হলিধানী বাজারে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী হাসেম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আনিছুর রহমান খোকা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মঞ্জুর পারভেজ তুষার, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার জাহান বাদশা, থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য আশরাফুল আলম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, থানা সে¦চ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু, হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা কর্মীদের স্বরণ করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক মাস্টার।

সভায় প্রধান অতিথি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন এবং আগামী ইউপি নির্বাচনে নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তৃনমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান।

কালিয়ায় ছাত্রলীগের দু’পক্ষের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের পালাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশ ডাকায় সংঘাত এড়াতে পৌরশহরে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এর আগে নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ কালিয়া উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের ২টি কমিটি গঠন করলে তার বিপরীতে পদবঞ্চিতরা উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ আট বছর পর গত ২২ অক্টোবর নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় এফ এম সোহাগকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম পান্নুকে সাধারণ সম্পাদক এবং এমএম তানবীরুল ইসলামকে সভাপতি ও প্রশান্ত কুমার দাশকে সাধারন সম্পাদক করে কালিয়া পৌর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে পদবঞ্চিতরা।

পরদিন ২৩ অক্টোবর তারা জেলা ছাত্রলীগের গঠন করা কমিটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসময়

ইয়ামিন বিশ্বাসকে সভাপতি ও মহিবুল হক অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা এবং নিয়ামত হোসেনকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম হৃদয়কে সাধারণ সম্পাদক করে পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

পরে নিজ নিজ গ্রুপের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানাতে উভয় পক্ষ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় পাল্টাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেয়। এতে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাই সংঘাত এড়াতে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কালিয়া পৌরশহরে সকল ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ অস্ত্র গোলাবারুদ বহন নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

কালিয়ার ইউএনও মো. নাজমুল হুদা বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই সময়ে পৌরশহরে মিছিল ও সমাবেশ আহ্বান করায় সংঘাত এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ছে ১৪ দলের সঙ্গে

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের। আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি তারা। এরপর থেকেই ‘একলা চলো নীতি’তে হাঁটছে আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন শরিক দলের নেতারা।

জোট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় ২০০৪ সালে। এরপর তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং পর পর গত তিনটি নির্বাচন একসঙ্গে করেছে। এর মধ্যে প্রথম দুই সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিক দলগুলোর একাধিক নেতাকে মন্ত্রী করা হলেও এবারের মন্ত্রিসভায় তাদের কাউকে রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে জানা গেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি সামাজিক নানামুখী যে সমস্যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে

তা ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলই বলে মনে করছেন জোট নেতারা।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে যেসব সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তা মূলত ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে ঘটনাগুলো জন্ম নিচ্ছে। করোনার মহাসংকটকালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল, তা সামাল দেওয়ার মতো রাজনৈতিক মিত্রকে পাশে রাখেনি আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি অনুপস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কিংবা অশুভ শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আওয়ামী লীগকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে এগোবে।’

শরিক জোটের নেতারা মনে করছেন, একচেটিয়া বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার কিছু নেই। বিএনপি যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের হিমশিম খেতে হবে। তাই শরিকদের পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

শরিক জোটের একাধিক নেতা জানান, শুধু সংসদ নির্বাচনই নয়, যে কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার

প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

জনগণের সুখেই আমি সুখি- সোহেল আহমেদ

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহমেদ।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

সোহেল আহমেদ: আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমার জেলা আওয়ামী লীগ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে সমর্থন করবেন। তাছাড়া জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণ করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি তাই জনগণের মুল্যায়নে গেলেও আমিই নোমেনেশন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

সোহেল আহমেদ: আমি এই চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ইউনিয়নের সকল মানুষকে আমি পরিবারের মত চোখে দেখি। এদের সুখ দু:খ নিয়েই আমার সুখ-দুঃখ, তাই প্রতিটি সময় মানুষের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প তার পরেও ১০০% আশা সবার পূরণ না করতে পারলেও পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট,

বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, টেবিল, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ১০ কেজি, ১৫কেজি, ৩০ কেজি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আমি মনে করি জনগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অনেক বেশি কাজ করেছি বলে মনে করি। তাই জনগণ আবারো আমাকে শতস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে?

সোহেল আহমেদ: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। আপনারা জানেন বর্তমানে করোনা কালীন আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। কিন্তু বি এন পির কোন নেতা বর্গ জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি। তাই জনগণ যাকে বিপদে পাশে পাবে তাদের বিপদে আপদে থাকবে তারা তাদের ভোট দেবে। এই জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা কম হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারনা কেমন চালাচ্ছেন?

সোহেল আহমেদ: আমি আমার কার্যক্রমের মাধ্যেমেই নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি। আমার ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ৩২০০০ হাজার তাদের এবং গাংনী উপজেলার মধ্যে একটা বৃহত্তর ইউনিয়ন। তাদের সাথে কাজের মাধ্যেমে সর্ব সময় যোগাযোগ রাখি। এবং নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

সোহেল আহমেদ: আমার মটমুড়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো এবং আমি আবারো নির্বাচিত হলে বাল্য বিবাহ ও মাদক মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে চাই।

কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হলেন মেহেরপুরের শান্তি

বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষিয়ান কৃষক নেতা মহাবুব উল আলম শান্তি। মহাবুব উল আলম শান্তি মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের মৃত. মহি উদ্দিনের ছেলে।

তিনি তার আপন চাচা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মরহুম জমির উদ্দিনের অনুপ্রেরণায় ১৯৬৫ সাল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর জৈষ্ঠপুত্র শেখ জামালের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক থাকা কালীন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি হিসেবে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ৯২ সাল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ন্যায়, নীতি, সততা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণেই তিনি মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করে বাংলাদেশ কৃষকলীগের সহসভাপতি মনোনীত হয়েছেন।

মহাবুব উল আলম শান্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনাকে এবং কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আজীবন দল ও দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হরিণাকুন্ডুতে যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ২নং জোড়াদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মিসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব মশিউর রহমান জোয়ার্দার।

এছাড়া উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা পরিষদের সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, জোড়াদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির রায়হান, হরিণাকুণ্ডু পৌর কমিশনার আবু সাইদ রুনু, আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হরিণাকুণ্ডু শাখার সভাপতি সাদিক আহম্মেদ সুমন,

ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি শওকত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লা আল মামুন, ভায়না ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জোড়াদাহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা রুবেল হোসেন প্রমূখ।

হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্মেলনে সর্বসন্মতিক্রমে আনোয়ার হোসেন কে সভাপতি এবং আব্দুর রাজ্জাক কে সাধারণ সম্পাদক ও জহুরুল ইসলাম কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে সন্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও জসিমউদ্দীন এর সঞ্চালনায় সন্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন, পৌর মেয়র ও পৌর আ.লীগের সভাপতি শাহীনুর রহমান রিন্টু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের আহবায়ক আব্দুল্লাহ্ আল বাকী, পৌর মেয়র পদপ্রার্থী আবু আসাদ রুনু, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি আছাদুজ্জামান আছাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, আ.লীগ নেতা ও সহকারী শিক্ষক সালউদ্দীন বুলু, কৃষকলীগ নেতা কৃষ্ণ বিশ্বাস, ৭নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সহ পৌর কৃষক লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।